গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দাকোপ, খুলনা।

স্মারক নং-৩১.৪৪.৪৭১৭.০০২.১৯.০০১.১৮-৮৩(যুঃ) তারিখঃ ৩০ জানুয়ারী ২০১৮খ্রি.

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর আলোকে ২০.০০ একর পর্যন্ত সায়রাত মহাল সমূহ ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি /মৎস্যজীবি সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার দাকোপ, উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য জলমহাল সমূহ ১৪২৫-১৪২৭ বাংলা সন মেয়াদে (২০.০০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল) ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর নিম্নোক্ত দরপত্রের দিনপঞ্জি অনুসারে অফিস চলাকালীন সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা (রাজস্ব শাখা), উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে এবং নির্ধারিত তারিখও সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দাকোপ,খুলনা-এ দাখিল করা যাবে।

-ঃ দরপত্রের দিনপঞ্জি ঃ-

দরপত্রের পর্যায়	দরপত্র ফরম বিক্রির তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	সভার সম্ভাব্য তারিখ
১ম পর্ব	০৩/০২/২০১৮খ্রি. থেকে ০৮/০২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত	১১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০টা	১১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।	১২/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
২য় পর্ব	১৩/০২/২০১৮খ্রি. থেকে ১৮/০২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত	১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০টা	১৯/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।	২০/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
৩য় পর্ব	২২/০২/২০১৮খ্রি. থেকে ২৬/০২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত	২৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০টা	২৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।	২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
৪র্থ পর্ব	০১/০৩/২০১৮খ্রি. থেকে ০৮/০৩/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত	১১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০টা	১১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।	১২/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
৫ম পর্ব	১৩/০৩/২০১৮খ্রি. থেকে ১৮/০৩/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত	১৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০টা	১৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত।	২০/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

উলেখ্য, প্রতি পর্যায়ের গৃহীত দরপত্র ব্যতীত অবশিষ্ট জলমহালসমূহ পরবর্তী পর্যায়ে ইজারার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রতি পর্যায়ের ইজারাকৃত জলমহালের তালিকা পরবর্তী পর্যায়ের আবেদন ফরম ক্রয়ের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দাকোপ,খুলনা-এ দেখা যাবে।

-ঃ ১৪২৫-১৪২৭ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা ঃ-

সেকেন্দারের খাল,গরিয়ার খাল, মেলার খাল,সোনার খাল,দায়ের খাল,মিত্রির খাল,বড়সুন্দের খাল,দেলুটি খাল,বারুইখাল খাল,আঁচাভূয়া খাল,শ্রীমন্ত কাটাখালী খাল,বড় খলসের খাল,পানখালী খাল,উড়া তলার খাল, দোয়ানিয়ার খাল,দেনার (কাটাখালী) খাল, চালনা খাল, ছোট চালনা খাল,তেতুল তলার খাল, কনের খাল,গোল শুকুর খাল,কামুমারী খাল,বাইনতলা খাল,মশামারী খাল,বটবুনিয়া খাল, চুনকুড়ি দোয়ানিয়ার খাল, ঘোলের খাল, গাবতলা খাল,গোল শুকুর খাল,কালির খার,ছোট কালির খাল,গোল চেড়া খাল,গোপিতলার খাল,গোল চেরার খাল,দাকোপ ইউনিয়ন, ঝিলে খালী খাল, শিংজোড়া খাল,উড়াবুনিয়া খাল,ডাকাতিয়া খাল,মালেঙ্গা খাল,বাসাবাড়ী খাল,কচা খাল,ঢাংমারী খাল,কামারখোলা ইউনিয়ন,বড় দরগাতলা খাল,নলিয়ান খাল,জালিয়াখালী খাল,টেপামারী খাল,কলমিখালী খাল,বংশী খালীর খাল, ছোট ভিটাভাঙ্গা খাল,পাটকেল মারী খাল,গুজির মাঝি খাল,ঘোলের খাল,মিনারাল খাল,কাইনমারী খাল,কেওড়াতলা খাল,ছোট পাড়ার খাল,বাঁশতলা খাল,নদ বক্সের খাল,চামর মন্দির খাল,আম্মার খাল,কাটকাটার খাল,শ্রীনগর কালিনগর মৌজা সীমানার খাল,কচার খাল, তালতলার খাল।

শর্তাবলী ঃ-

১. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত,সে সমিতি বা সমিতি সমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

২. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দাকোপ, খুলনাএর কার্যালয় হতে জলমহাল বন্দোবস্ড় প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা এর অনুকুলে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (যে কোন তপশীল ব্যাংক হতে) দাখিল সাপেক্ষে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে।

৩. উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্য নির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৪. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যারাসমাজসেবা অধিদপ্তরেনিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৫. আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতির জলমহাল বন্দোবস্ড়র অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরুপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে এবং বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৬. নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

৭. আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি ,বর্তমানে কার্যকর আছে তার পমান স্বরুপ জেলাবা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রির্পোট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবি সমবায়সমিতির ক্ষেত্রে এধনের প্রমানের দরকার হবেনা।

৮. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতিতে কোন জঙ্গী সম্পৃকততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ড় কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশিষ্ট সংগঠন/সমিতিতে কোন জলমহাল বন্দোবস্ড় প্রদান করা যাবে না।

৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাকোপ, খুলনা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তভূক্ত সংশিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা যাবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১০. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারনে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পূনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

১১. লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায় তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে, তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজ মানি সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১২. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ড় পাবে না।

১৩. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ১ম বছরের সাকুল্যইজামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন।

১৪. ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূবৃবর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমূদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৫. আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবলমাত্র নির্দ্ধারিত তারিখে বা সময়ের মধ্যে অর্থাৎ নির্দ্ধারিত তারিখে বা সময়ে ক্রয় করা এবং গ্রহণ করা হবে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় করা হবে শুধুমাত্র সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রযকৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গন্য হবে। অর্থাৎ আবেদন ফরম ক্রয়ের পর আবেদন গ্রহনের কোন তারিখ অতিক্রান্ত হলে পরবর্তী কোন তারিখে এ আবেদন ফরমটি গ্রহনযোগ্য হবে না। উপরন্তু আবেদনের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারটি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৬. খামের উপর উপজেলা সহ জলমহালের নাম অবশ্যই উলেখ করতে হবে।

১৭. আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

১৮. ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারাচুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশিষ্ট উপজেলা ভুমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। লীজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহাল হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯. যে সকল জলমহালের উপর আদালতের/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহারের জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না এবং কোন আবেদনপত্র গ্রহণ যোগ্য হবে না। স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকার পরও কেউ যদি কোন জলমহালের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেন তবে তা বাতিল বলে গন্য হবে। স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর যথা নিয়মে বন্দোবস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২০. বৎসরের যে কোন সময়ই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১লা বৈশাখ ১৪২৫ বাংলা সন হতে কার্যকর বলে গন্য হবে।

২১. মামলা জনিত কারণে/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইন সংগত কারণে জলমহাল সমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২২. জলমহাল সংক্রান্ড় বিধি সমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

২৩. আবেদনপত্রে ঘষা-মাজা-কাটা-ছেঁড়া কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। আবেদন ফরমে কোন প্রকার ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না, ব্যবহার করা হলে তা বাতিল বলে গন্য হবে।

২৪. আদালতের কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাত গ্রহনযোগ্য হবে না।

২৫. প্রাকৃতিক ভারসম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন সহ কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এরুপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৬. প্রত্যেকটি মহালের জন্য আলাদা আলাদা আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহনযোগ্য হবে না।

২৭. লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন যাতে কেউ সংশিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে, তা নিশ্চিত করবেন।

২৮. কোন জলমহাল উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ড়গ্রহন করার পরও কেউ যদি ঐ জলমহালের জন্য পূনরায় আবেদনপত্র দাখিল করে তাহলে আবেদনপত্রটি সরাসরি বাতিল বলে গন্য হবে।

২৯. জলমহালের কোন অংশ স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফোজদারী কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণের কোন বিধান লংঘিত হয়।

৩০. অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সরকারী মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ-নিষেধ বন্দোবস্ড়গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩১. ১ম বছরের সমূদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্দ্ধারিত ফর্মে ১৫০/= টাকার মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

৩২. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ভুমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় সকল আইন ও সরকারী আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারী আদেশ যেগুলোএখানে উলেখ করা সম্ভব হয়নি, সে আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি-বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩৩. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে মূসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মূসক-৮" সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

৩৪. জলমহাল ইজারা নেয়ার পরে কোন সংগঠন/সমিতি জলমহাল ভরাট কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষতি বা অন্য কোন অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবিহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে হবে।

৩৫. কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন/সকল আবেদনপত্র গ্রহন বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ মারুফুল আলম)
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দাকোপ, খুলনা।

স্মারক নং-৩১.৪৪.৪৭১৭.০০২.১৯.০০১.১৮- ৮৩(২৫) তারিখঃ ৩০ জানুয়ারী ২০১৮খ্রি.

সদয় অবগতি/অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য খুলনা -১ ও উপদেষ্টা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি দাকোপ, খুলনা।
০২। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা ও উপদেষ্টা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি দাকোপ, খুলনা।
০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক,(রাজস্ব) খুলনা।
০৫।--কর্মকর্তা,দাকোপ,খুলনা।
০৬। চেয়ারম্যান.--.ইউনিয়ন,দাকোপ,খুলনা। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি তার ইউনিয়নে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
০৭। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা.. দাকোপ,খুলনা। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি তার তহশীলভূক্ত এলাকায় মাইকযোগেব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নোটিশ বোর্ড , দাকোপ, খুলনা।
০৯। সভাপতি/ সম্পাদক---------------------------------------সমবায় সমিতি লিঃ দাকোপ, খুলনা
১০। অফিস কপি।

সহকারী কমিশনার(ভূমি)
দাকোপ,খুলনা।
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দাকোপ,খুলনা।